পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 10 ❑ 26 May 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

৩০ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকছে আষাঢু ব্রিজ

প্রতিনিধি : ওয়েট টেস্টের কারণে বৃহস্পতিবার রাত ১২ টা থেকে ৩০ তারিখ সকাল ৬ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বাগদা-বনগাঁ সংলগ্ন রাজ্য সড়কের আষাঢু ব্রিজ। মানুষ সহ যান চলাচল বন্ধ থাকবে সম্পূর্ণ। চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে, দাবি সাধারণ মানুষের।

উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনা বাগদা ব্লক ও বনগাঁ ব্লকের মধ্যে সংযোগকারী বাগদা বনগাঁ রাজ্য সড়কের উপরে কোদালিয়া নদীর উপরে আষাঢু ব্রিজের সংস্কার হয়েছিল ২০২০ সালে। সংস্কারের পরে ব্রিজ এর অবস্থান কি আছে, তা জানতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুধবার বিকেলে বাগদা বিডিও অফিসে প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক করা হয়। সেই

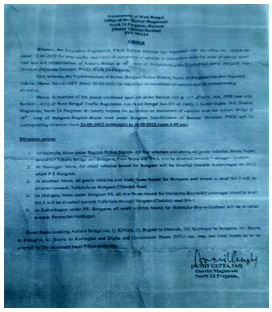

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বৃহস্পতিবার রাত ১২ টা থেকে সোমবার সকাল অর্থাৎ ৩০ তারিখ সকাল ৬ পর্যন্ত ব্রিজের উপর দিয়ে যান ও সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ করে করে টেস্ট করা হবে।

ফলে, বাগদা ব্লক থেকে বনগাঁ হাসপাতাল, মহকুমা শাসকের দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরে যাওয়ার জন্য ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে যেতে হবে। হঠাৎ করে ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সমস্যায় পড়তে হবে সাধারণ মানুষের, তেমনই দাবি বাগদা এবং বনগাঁ ব্লকের একাধিক বাসিন্দাদের।

প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তুষার কান্তি বিশ্বাস জানান, প্রশাসনের নির্দেশ অনুসারে আমরা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার চালাচ্ছি। হঠাৎ ব্রিজ বন্ধ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যা হবে। কিন্তু এই ব্রিজের উপর দিয়ে বাগদা ব্লকের সমস্ত সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে। ফলে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা ভেবে ওয়েট টেস্ট জরুরি। সমস্যা হবে হলেও তা মেনে নিতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে।

পার্কিংয়ে ট্রাক আসার আগেই তৈরি হচ্ছে পার্কিং স্লিপ

পার্কিং থেকে ট্রাক ছাড়ার আগে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করার দাবী বনগাঁ গুডস্ অ্যাণ্ড রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের

প্রতিনিধি ঃ দৈনিক পার্কিং থেকে ছাড়া ট্রাকের লিস্ট টাঙানো সহ একাধিক দাবিতে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল বনগাঁ গুডস অ্যান্ড রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। মঙ্গলবার বিকেলে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বনগাঁ মহকুমা শাসকের অফিসে আসেন। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জানিয়েছেন, পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বিভিন্ন রাজ্য জেলা থেকে ট্রাক এসে জড়ো হয় বনগাঁ শহরে। সেই ট্রাকগুলি প্রথমে বনগাঁ মিলন পল্লী পার্কিংয়ে এসে নথিভুক্ত করাতে হয়। পরবর্তীতে সিরিয়াল অনুযায়ী ট্রাক গুলিকে

পেট্রাপোল বন্দরের দিকে ছাড়া হয়। সিরিয়াল অনুযায়ী পণ্য নিয়ে ট্রাক গুলি ১৫ থেকে কুড়ি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পার্কিংয়ে। পচনশীল বস্তু নিয়ে আসা ট্রাকগুলিকে নাম নথিভুক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোল বন্দরের উদ্দেশ্যে যেতে দেওয়া হয়। বনগাঁর এই মিলন পল্লী পার্কিং দীর্ঘদিন পৌরসভা দ্বারা পরিচালিত ছিলো। সম্প্রতি পার্কিংটি পরিবহন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিবহন কর্মীদের কাজে সহযোগিতা করার জন্য পৌর কর্মীরা রাস্তার বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টএ ডিউটি করেন। অভিযোগ, একশ্রেণীর অসাধু কর্মী মোটা টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে আগে থেকেই পার্কিংয়ের এন্ট্রি স্লিপ দিয়ে দিচ্ছে ট্রাক চালকদের। পার্কিংয়ে ট্রাক আসার আগেই পার্কিং স্লিপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় পাতায়...

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় বাগদার চন্দনকে সিবিআই হেফাজতে জেরা করার দাবি বাগদার সাধারণ মানুষের

প্রতিনিধি ঃ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন। সোমবার তিনি অভিযোগ করে বলেন, বনগাঁ মহকুমার বাগদার বাসিন্দা চন্দন মন্ডল নামে এক ব্যক্তির কাছে টাকা নিয়ে গেলেই তিনি চাকরি দিয়েছেন। শ'য়ে শ'য়ে ছেলে মেয়ে তার কাছ থেকে চাকরি পেয়েছে। টাকা নিয়ে কারও সঙ্গে উনি বেইমানি করেন নি। চাকরি না হলে টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। বিজেপি বিধায়কের দাবি "প্রাইমারি, টেট, এসএসসির জন্য টাকা নিয়ে গেলেই চন্দন চাকরি দিয়েছেন। পরীক্ষা দিলেও দিয়েছেন, পরীক্ষা না দিলেও দিয়েছেন।" বিজেপি বিধায়ক বলেন "রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গে চন্দনের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সিবিআইয়ের উচিত তাকে জেরা করা। তাহলে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির ভিত নড়ে যাবে।" বিধায়কের অভিযোগ পাওয়ার পর বাগদায় চন্দন মন্ডল এর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তালা দেওয়া। পাড়া-প্রতিবেশীরা জানালেন, দিন কয়েক আগেই তিনি পরিবারের লোকজন নিয়ে তালাবন্ধ করে কোথাও চলে গিয়েছেন। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দূরদূরান্ত থেকে চাকরির আশায় ছেলেমেয়েরা চন্দনের বাড়িতে আসতো। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি চাকরি চতুর্থ পাতায়...

মেয়াদ উত্তীর্ণ জল বিক্রির অভিযোগে দোকান সিল করল প্রশাসন

প্রতিনিধি ঃ রোগীর পরিজনদের কাছে মেয়াদ উত্তীর্ণ জল বিক্রি করার অভিযোগ পেয়ে বুধবার সন্ধ্যায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে অভিযান চালালো বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। তার সঙ্গে ছিলেন পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর, পৌরকর্মী ও বনগাঁ থানার পুলিশ। এদিন ন্যায্য মূল্যের জলের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ জলের বোতল চতুর্থ পাতায়...

প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে বাজারে বাজারে কাপড়ের ব্যাগ বিলি করল চেয়ারম্যান সহ পৌর প্রতিনিধিরা

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : "হোক গর্জন, প্লাস্টিক বর্জন" এই বার্তাকে সামনে রেখে বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বনগাঁ ট -বাজার সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী সহ একাধিকগ্রাহকদের বাজারে প্লাস্টিক বর্জন এর বার্তা দেওয়ার সাথে সাথে কাপড়ের ব্যাগ বিলি করেন উত্তর ২৪ পরগনগা জেলার বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান ও কাউন্সিলররা।

প্রসঙ্গত, বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সকালে প্লাস্টিক বর্জন সংক্রান্ত বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে পৌরসভার সামনে থেকে অভিযান শুরু করে বনগাঁর বিভিন্ন বাজারে পৌছে যান পৌর আধিকারিকরা। এদিন পৌরসভার পক্ষ থেকে বাজারে গিয়ে প্লাস্টিক বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন পৌরসভার পক্ষ থেকে কাপড়ের ব্যাগ বিলি করা হয় এবং সাথেই বাজার ব্যবসায়ীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁরা এবার থেকে যেন প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে এই কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করেন। তৃতীয় পাতায়...

সেবা সমিতিতে রপ্তানি বাণিজ্য বিষয়ক সেমিনার

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারত সরকারের এগ্রিকালচারাল এন্ড প্রসেসড ফুট প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের উদ্যোগে ও নাবার্ড এর সহযোগিতায় এবং গোবরডাঙ্গার সেবা ফার্মার্স সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ২০ মে অনুষ্ঠিত হয় উৎপাদন এবং রপ্তানি বাণিজ্যের উপর এক আলোচনা সভা। এপেডার রিজিওনাল জি এম বিনীতা সুধাংশুর ভার্চুয়াল ভাষণের মধ্য দিয়ে এদিনের তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

SHREYA MOTORS
Finance Available
এখানে সমস্ত ধরনের পুরাতন মোটর সাইকেল এবং চারচাকা ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। পুরাতন গাড়ি এক্সচেঞ্জের সুবিধা আছে।
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি (চাঁদপাড়া), উত্তর ২৪ পরগণা প্রোঃ নিলয় পাঠক Mob.: 7797981139
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে

সবার পছন্দ
নিমলি
মা এর Vaccination তো হলো
এবার শাড়ি টা ?
আমাদের দ্বিতীয় শোরুম
কোর্ট রোড, হাই স্কুল এর সামনে, বনগাঁ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ১০ ❐ ২৬ মে, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

দুর্নীতি মুক্ত নেতা-মন্ত্রীই পারে আমজনতাকে স্বস্তি দিতে

সাম্প্রতিককালে দেশের দুরারোগ্য ব্যাধি হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। নাভিঃশ্বাস উঠছে আমজনতার। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমবর্ধমান। এর জন্য অবশ্য প্রাথমিকভাবে সার কীটনাশক থেকে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকেই দায়ী করতে হয়। সে বিষয়ে সরকারকে কিছু বলতে গেলেই রাজ্য— কেন্দ্র সংঘাত চরমে ওঠে। সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারকে পেট্রোপণ্যের উপর ভর্তুকি কমানোর কথা বললে তার দায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে হাফ ছেড়ে বাঁচে। তার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে বলা হলে তিনি উল্টে কেন্দ্র সরকারের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে প্রসঙ্গ অন্যদিকে নিয়ে যান। তাঁর সাফ জবাব- কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের প্রাপ্য বকেয়া মেটালেই তিনি এবিষয়ে ভেবে দেখবেন। তাহলে আমজনতার আখেরে লাভ হল কোথায়? সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার উপরে কাঠের উনুনে রান্না করে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। এটি কী সমাধানের কোন রাস্তা না সাধারণ জনগণকে দেখানো যে, 'আপনারা দেখুন! আমরা আপনাদের জন্য কত কিছু করছি!' বর্তমান সময়ে ১০০ দিনের কাজের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে না প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীরা। অনেকে দাবী করছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা চলে যাচ্ছে অন্যের অ্যাকাউন্টে। স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে তো অভিযোগ ভুরি ভুরি! সাধারণ জনগণ যদি সঠিক পরিষেবা না পায়, তাহলে লোক দেখানো প্রকল্প শুরু করে লাভ কী! সাধারণ জনগণের টাকায় নির্বাচন করে, তাদের ভোটে জিতে আমাদের নেতা মন্ত্রীগণ ঢুকে যান AC ঘরের মধ্যে। তারপর তাদের অধিকাংশ সময় যদি চলে যায় C.B.I., ইডি দপ্তর ও কোর্টে হাজিরা দিতে দিতে, তাহলে তারা সাধারণ জনগণের কথা ভাববেন কখন! প্রবাদ তো রয়েছেই- 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।' দুর্নীতি মুক্ত ব্যক্তিবর্গ যদি মন্ত্রী সভায় আসেন এবং নিঃস্বার্থভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হন, তাহলেই সাধারণ মানুষ ফেলবে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে সিপিএমের ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভ

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্য জুড়ে সরকার ও পঞ্চায়েত এর দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, সেই সঙ্গে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সার, পেট্রোল, ডিজেল, গৃহস্থের রান্নার গ্যাস, কেরোসিন, বিভিন্ন ভোজ্য তেল, বিদ্যুৎ, জীবনদায়ী ঔষধ সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রতিবাদে এবং রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে গত ২৪ ও ২৫ মে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ের সামনে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব। গত ২৪মে গাইঘাটা ব্লকের ডুমা অঞ্চলে অবস্থান বিক্ষোভের পর ২৫মে চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ চাঁদপাড়া পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে ধর্না ও প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহন করেন সিপিআইএম এর স্থানীয় নেতা কর্মীগন। পঞ্চায়েত ভবনের সামনে নির্মিত অস্থায়ী মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। ছিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব রমেন্দ্রনাথ আঢ্য, জ্যোতি শংকর গাঙ্গুলী, কপিল ঘোষ, শিক্ষক প্রশান্ত দাস, প্রফুল্ল বসু, মহিলা নেত্রী মিনতী রায়, রাখী ঘোষ, যুব নেতৃত্ব ময়ূখ মন্ডল, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শতদল দেব, প্রাক্তন সৈনিক দিলীপ রায় প্রমুখ।

বাঙালির বিবেক ঘুমায়, পুলিশি হয়রানির ভয়ে

নির্মল বিশ্বাস

ভারতীয় সংবিধানের নথিভুক্ত প্রতিটি আইনের নিজস্ব ভাষা আছে ও তার নিজস্ব ব্যাখ্যাও আছে। এই আইন যখন-তখন বা ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করা যায় না। আবার ইচ্ছে করলে আইন তৈরি করাও যায় না। তেমন-ই সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আমরা সকলেই জানি, আইনের রক্ষক পুলিশ, আর পুলিশের কর্তব্য জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়া এবং বিপদ থেকে রক্ষা করা। তেমন-ই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। শিশুকালে বইয়ে পড়েছি— "পুলিশ সমাজের বন্ধু।"

যখন দেখি, অতি সাধারণ বিচারবোধে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী আইনের পথে পরস্পরকে ভালোবেসে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের আইনে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারটুকু তাঁদের প্রাপ্য। অথচ, আইনের রক্ষক পুলিশ, সেটুকু মানতে নারাজ। এই পুলিশ সেদিন ওদের দুজনের জীবনের ঠেকা নিয়ে নিলেন ও সদম্ভে বলেন, 'যা করেছেন, বেশ করেছেন। প্রয়োজনে আবারও করবেন।'

এ প্রসঙ্গে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই, পুলিশের ভূমিকা কী পয়সাওয়ালার মানুষের সেবা করা? পুলিশের দায়িত্ব কী শুধুই দেশীয় নেতা-নেত্রীদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেওয়া! এ প্রসঙ্গে আদালতও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। পুলিশ বিভাগ যাঁরা পরিচালনা করেন, তিনি যেকোনো রাজনৈতিক দলের হোক না কেন, তাঁরা কিছু কি বলবেন? তাঁদের কোনও দায়িত্ব ছিল না? বলবেন, হ্যাঁ ছিল। জানি, তাঁদের দায়িত্ব পুলিশকে বাঁচানো। কেন না, পুলিশের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্নটা জড়িত।

বেশ কিছুকাল পূর্বে প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের চোখের সামনে কলকাতা বি-বা-দি-বাগের মতো জনবহুল রাস্তায় এক যুবতীকে শ্লীলতাহানি করে দুষ্কৃতীরা। প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ নিরপেক্ষ দর্শকের মতো দেখলেন। কেউ কোনও প্রতিবাদ করলেন না। সকলেই ছিলেন নীরব দর্শক। নারী ধর্ষিতা হয় পুরুষ কর্তৃক। তাহলে, সমগ্র পুরুষ সমাজ কেন দোষী হয়? কারণ, দুষ্কর্ম কখনও লিঙ্গভেদে হয় না। দুর্বৃত্তরা চিরকালই অপরাধী। সেদিন পুরুষ সমাজ যেমন নীরব ছিলেন, তেমনই উপস্থিত থাকা কোন নারী এগিয়ে আসেননি। প্রশ্ন, ঘটনার পরবর্তী ধাপগুলি নিয়ে। প্রথমত, প্রত্যক্ষদর্শী মানুষটির নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবেন? দ্বিতীয়ত, পুলিশ যথাযথ ভূমিকা পালন করে না।

নানা অজুহাতে দেখান, বলেন, ওই এলাকা তাঁদের এক্তিয়ারে নয়।

বছর কয়েক আগে, পার্ক সার্কাস ফ্লাইওভারের দুজন বাইক আরোহী যুবকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু। এই ঘটনা সত্যই মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। পুলিশকে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দিলেও কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দায়িত্বরত পুলিশ কর্মীটি যথা সময়ে অকুস্থলে পৌঁছলেন না। পুলিশ যখন পৌঁছাল, ততক্ষণে সব শেষ। অথচ পুলিশ যদি হেলদোল না করে তৎক্ষণাৎ আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করলে, হয়ত বেঘরে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতেন না।

বাঙালির জীবনে আরও এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল আমরি হাসপাতালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে। সেদিনও অসহায় রোগীরা বাঁচার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করছেন। এলাকার বস্তীবাসী মানুষেরা নিঃস্বার্থভাবে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী আর পুলিশ উদ্ধার কার্যে বাধা দিয়েছেন। যদি সেদিন পুলিশ বস্তিবাসীদের সহযোগিতা করলে হয়ত অতগুলি জীবন অকালে ঝরে যেত না।

পুলিশ গুলি চালায় রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো গরিব মানুষের ওপর। বিগত বছরগুলিতে কত মানুষ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান ও বীরভূমে। তারও আগে মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গে। পুলিশ প্রাণ কেড়েছে নেতাই ও নন্দীগ্রামে; এমন আরও কত জায়গায়। এই পুলিশ হামলা চালায় রাতের অন্ধকারে কলেজের নিরাপরাধ পড়ুয়াদের ওপর।

বহু নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করা, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো। যাবতীয় কুকর্মে ও বে-আইনি কাজে লিপ্ত থাকেন পুলিশ। আবার এই পুলিশই সরকারি অস্ত্রাগার থেকে বন্দুকের টোটা চুরি করে দুষ্কৃতীকে বিক্রি করার মতো অপরাধ করে। তবে ঘুষ নেওয়াটা যেমন অপরাধ, তেমনই ঘুষ দেওয়াটাও অপরাধ। অর্থাৎ দুজনই অপরাধী। এই প্রসঙ্গটা বাদ দিলাম। দমদম জিআরপি-র এক তরুণ পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর পেছনে তারই এক সহকর্মীর হাত ছিল, তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। প্রকারন্তরে, পুলিশের মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশই।

পরবর্তী সংখ্যায়...

বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ

মানুষের বিপাকীয় ত্রুটি জনিত রোগ জিন গবেষণায় সাফল্য আসবে

অজয় মজুমদার

কলা কোষের মধ্যে রক্তের গ্লুকোজকে প্রবেশে সাহায্য করে। অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে পেশিতে জমা রাখে। রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ ধমনী, হৃদপিণ্ড, বৃক্ক, চোখের রেটিনা, নার্ভে জমা হয়ে তাদের ধীরে ধীরে অকেজো করে তুলছে। এই অবস্থায় কোনো সংক্রমণই মুক্ত হবে না। কারণ রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজের পরজীবীরা (প্যাথোজেন) মহা আনন্দে টিকে থাকবে, আর নিশ্চিন্তে বংশবিস্তার করতে থাকবে। ইনসুলিনের অভাবে না থাকা শর্তেও ঠিকমত কাজ না করলে ভীষণ বিপদ। প্যাংক্রিয়াসের আলফা কোষ থেকে নিঃসৃত হয় গ্লুকাগন। এই হরমোন সবসময়ই গ্লুকোজের বিরোধিতা করে। রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে বেশি চিনি ক্ষরণেও ডায়াবেটিস হতে পারে।

বৃক্কের অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে আরেকটি হরমোন নিঃসৃত হয়। তার নাম কর্টিসল বা গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন। এই হরমোনও সবসময় রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে ইনসুলিনকে অসুরের মত একাই দেবকুলের সঙ্গে লড়তে হয়। ইনসুলিনের ক্ষমতা বেশি হলে ওই দুটি হরমোন সহজে হারাতে পারে না। যখন ইনসুলিন সামান্য দুর্বলতা দেখায় তখনই মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ইনসুলিনের অভাবে দেহে গ্লুকোজ বিপাক এর ফলে তৈরি হয় কিটো অ্যাসিড নামে এক ক্ষতিকারক রাসায়নিক। এইসব বিপাকজাত রোগ বিজ্ঞানী রথম্যান, শোকম্যান, এবং সুয়েদহফ এর আবিষ্কারই সম্ভব হবে। এদের গবেষণায় ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা নতুন করে পড়বে বলে নোবেল কমিটির সেক্রেটারি গোরান হ্যানসন জানান। হ্যানস্টন-এর দাবি যদি সত্যিই হয় তাহলে এইচআইভি প্রতিরোধে ও প্রোটিন পরিবহনে ভাইরাসটিকে রক্তের মধ্যে বেশিদিন টিকে থাকতে দেবে না। ফলে টি লিম্ফোসাইট কমার সুযোগ পাবে না। সেজন্য এইডস লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগে এইচআইভিকে বিদায় নিতে হবে।

প্যারালাইসিস বা অন্যান্য সংক্রান্ত রোগের স্নায়ু কোষের পরিবহনে ক্যালসিয়াম ও আয়রন সাহায্য করবে। এটিও বিচলন পদ্ধতি। জৈব রাসায়নিক উৎপত্তি স্থলের কাছে প্রয়োজনেই এমন ভেলিকাল তৈরি হয়। এরা রাসায়নিক উপাদানকে নিজেদের মধ্যে জুড়ে নেয় এবং সঠিক সময় কোষের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়। এই গবেষণায় ভেসিকলের পরিচলনের ওপরও জিন ম্যানুপুলেশন করে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। ভেসিকলের স্বাভাবিক কাজ করতে দিলে তো বিশেষ প্রোটিন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না। জেমস রথম্যান (মার্কিন), শেকম্যান (মার্কিন) এবং থমাস সুয়েদহফ (জার্মান) চিকিৎসা বিজ্ঞানের এভারেস্ট জয়ের অন্যতম শরিক। তবে এক্ষেত্রে সেই জেনেটিক প্রযুক্তিকেই বাহবা দিতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষকরা জিন প্রযুক্তিকেই নোবেল পুরস্কারের জন্য মূল্যবান করেছেন। দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট প্যাথোজেন অ্যান্টিজেন রূপে কাজ করলে সেই অ্যান্টিজেনের নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। অ্যান্টিবডি এন্টিজেনের মাধ্যমে ঘটিত অনাক্রমতাকে বা প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হিউমোরাল ইমিউনিটি বলা যায়। এই জাতীয় অনাক্রম্যতা আবার দুই প্রকার জন্মগত হিউমোরাল অনাক্রমতা এবং অর্জিত অনাক্রমতা। প্রথমটি নবজাতকের রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা এবং মাইক্রো ফ্যাজের উপর অনাক্রমতার কারণ নির্ভর করে লালারসে উপস্থিত লাইসোজাইম পাকস্থলীতে, পাকস্থলীতে উপস্থিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hcl)মানুষের রক্তের এবিও রক্ত বিভাগের মধ্যে সিরামে উপস্থিত এন্টিবডি গুলি এবং লিম্ফোসাইট ছাড়া অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকাগুলি জন্মগত অনাক্রমতার নিদর্শন।

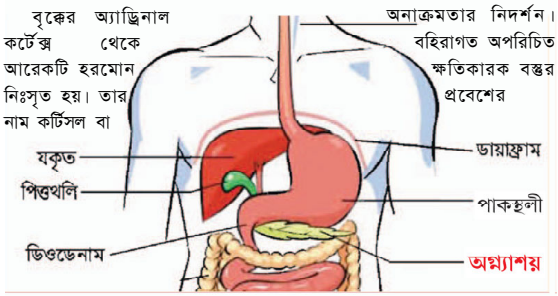

কারণে দেহের ভেতর যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে অর্জিত অনাক্রমতা বলা যেতে পারে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে গেলে জৈব রাসায়নিক উপাদানকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে প্রাণী কোষ যে পরিবহন পদ্ধতি অবলম্বন করে, সেই পদ্ধতি ভেঙে যাওয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পুনরায় গঠন করবে। ফলে যেকোনো রোগ মুক্তি সহজেই ঘটবে বলে যাঁর্ডি শেকম্যান এর অভিমত। বিজ্ঞানী সুয়েদহফ- এর গবেষণা থেকে জানা গেল নিউরোট্রান্সমিটারকে নিয়ন্ত্রণ। ট্রান্সপোর্টের জন্য যে সব প্রোটিন কাজ করে অর্থাৎ জল পরিবাহক প্রোটিন তাদের জিন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। ফলে এই পরিবাহক প্রোটিন ইচ্ছামত জিনের পরিবর্তন করে তৈরি করে, পরিবহনের কাজকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। যদি একাজ সফল হয় তাহলে অনেক নিউরোলজিক্যাল রোগীই মানুষের আয়ত্বে এসে যাবে। এর আসল রহস্য জিনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। জেনেটিক্যাল প্রোগামিং পরিবর্তনে মানুষের আকাঙ্খিত ফল আসবে। তবে সাধারণ মানুষের কাজে এই গবেষণা কতটুকু কার্যকরী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যে রোগের এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তার ব্যয় বহন করার মতো আর্থিক সংগতি কত শতাংশ মানুষেরই বা থাকবে। যেখানে সারা পৃথিবীর দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হয় না। সমাজতন্ত্র ভাবনাটাও খানিকটা উচ্চপ্রযুক্তির ভাবনার ন্যায়ও। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য এই গবেষণা। তবুও বিজ্ঞান বিজ্ঞানের পথেই চলুক। আর বিজ্ঞান কিছুটা সামাজিক হয়ে উঠুক।

শুরু হল দুয়ারে সরকার

নীরেশ ভৌমিক ঃ দীর্ঘ ১৬ দিন সারা রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য সরকারের ১১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উন্নয়নের পথে ১১ বছর কর্মসূচি। ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিও এই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহন করে।

২০মে এই কর্মসূচী শেষ হলে পরদিন শুরু হয় রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প দুয়ারে সরকার কর্মসূচী। গত ২১মে গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি হাই স্কুলে দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর আয়োজন করে চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। অঞ্চল প্রধান দীপক দাসের ব্যবস্থাপনায় এদিন ব্লক কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মীগনের সাথে পঞ্চায়েত কর্মী ও পঞ্চায়েত সদস্যগনও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এদিন সকালে প্রকল্পের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, সমাজকল্যাণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকগণ। তবে এদিন খাদ্য দফতরের কাউন্টারে রেশন কার্ড সংশোধন সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বহু মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। তপশিলী শংসাপত্রের কাউন্টারেও কিছু ভিড় থাকলেও লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ অন্যান্য প্রকল্পের লাইনে তেমন ভিড় ছিল না। আই সি ডি এস এর স্টল ও প্রদর্শন সকলের নজর কাড়ে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় এদিন ছোটদের করোনা ভ্যাকসিন ও ষাট উর্দ্ধদের বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের সোনারতরী মঞ্চে এদিন মহকুমা তথ্য সংহতি দপ্তরের শিল্পীদের বাউল ও লোক সংগীতের অনুষ্ঠান উপস্থিত মানুষজনের মনোরঞ্জন করে।

চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর কবি প্রণামে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৪ মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবি প্রণামের আয়োজন করে চাঁদপাড়া এ্যাক্টো নাট্য সংস্থার সদস্যগণ। এদিন সন্ধ্যায় সংস্থা অঙ্গনে স্নেহলতা স্মৃতি মঞ্চে সংস্থার সদস্য- সদস্যাগণের সমবেত কণ্ঠে আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে... সংগীতের মধ্য দিয়ে কবি প্রণামের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও গোবরডাঙার শিল্পায়ন নাট্যদলের পরিচালক আশিষ চ্যাটার্জী মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করেন। কবি প্রণামের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও পরিবেশ কর্মী অরিন্দম দে, নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম, সাংবাদিক অনন্ত চক্রবর্তী, কবির অনুরাগী প্রধান শিক্ষক মনোতোষ মজুমদার, বর্ষিয়ান সংগীত শিল্পী শোভা নন্দী প্রমুখ। এ্যাক্টোর কর্ণধার ও প্রবীণ শিক্ষক সুভাষ চক্রবর্তী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কবি বন্দনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত কবির অনুরাগীগণ সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও কথায়-কবিতায় গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজোর মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ছোট্ট সমৃদ্ধি মজুমদারের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান,স্বরলিপি চক্রবর্তী ও অমিতাংশু সাহার উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্র সংগীত, এষনা মিত্রের কবিতা আবৃত্তি এবং শিক্ষক মনতোষ মজুমদারের কবিকে নিয়ে লেখা স্বরচিত কবিতা পাঠ উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

সেবা সমিতিতে রপ্তানি বাণিজ্য বিষয়ক সেমিনার

প্রথমপাতার পর...

সেমিনারের সূচনা হয়। এদিনের আলোচনা সভায় অন্যনা বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, গাইঘাটা ও বনগাঁ উত্তরে বিধায়ক যথাক্রমে সুব্রত ঠাকুর ও অশোক কীর্ত্তনীয়া, এপেডার ইন্টার্ণ বিজিয়নের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দীপ সাহা, নাবার্ড এর প্রতিনিধি দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস ও স্পাইসেস বোর্ডের প্রতিনিধি সন্দীপ চৌরাশিয়া প্রমুখ।

আয়োজক সেবা ফার্মার্স সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেন, জেলার ১৮ হাজার কৃষকের উন্নয়নে সেবা ফার্মার্স সমিতি কাজ করে চলেছে। কৃষকদের ধান, পাট, সব্জি ও উৎকৃষ্ট মধু উৎপাদনে তাঁদের সমিতি কৃষকদের সহায়তা প্রদান করছে। অসহায় দুঃস্থ কৃষক ছাড়াও এলেকার দরিদ্র ও মেধাবী পড়ুয়াদের নানাভাবে সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃষকদের সামনে এপেডার প্রতিনিধি সন্দীপ সাহা বলেন, ভারতবর্ষ কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের কৃষকরা ভালো কাজ করছেন, তাই আমাদের দেশ খাদ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ২৫০ টি দেশে চাল ডাল ফল সব্জি ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করছে আমাদের দেশ। সারা ভারতের মধ্যে আমাদের রাজ্য তৃতীয় স্থানে রয়েছে। নাবার্ড এর প্রতিনিধি দিব্যজ্যোতি বাবু বলেন, প্যাকেজিং সহ বিভিন্ন সমস্যা দূর করে রপ্তানি বৃদ্ধিতে আরোও সচেষ্ট হতে হবে। কৃষক ও রপ্তানি বানিজ্যের সাথে যুক্ত মানুষজন একজোট হয়ে কাজ করলে আরোও সুফল মিলবে। দেশ ও রাজ্য আরোও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। স্পাইসেস বোর্ডের চৌরাশিয়া বলেন, মিড্‌ল ম্যান বাদ দিয়ে কৃষকরা গ্রুপ তৈরী করে নিজেরাই রপ্তানি করলে আরোও লাভবান হবেন। হর্টি কালচারের জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর কুশধ্বজ বাগ তাঁর বক্তব্যে রপ্তানির কোয়ালিটির দিকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান। উপস্থিত রপ্তানি কারকগণ রপ্তানি, বিশেষ করে বিমান ভাড়া অত্যাধিক বৃদ্ধি, রপ্তানি মার খাওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, অতিমারী কোভিড-১৯ দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে নষ্ট করতে পারেনি। এই এলাকায় ফুল, সব্জি, পাট চাষ প্রচুর পরিমানে হয়ে থাকে। উৎপাদনের উন্নতি ঘটিয়ে পাট চাষ ও পাট শিল্পকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে হবে। এজন্য এপেডা ও নাবার্ড এর সহযোগিতায় কৃষি ও শিল্পমেলা করা যেতে পারে। মন্ত্রী শ্রী ঠাকুর প্রধান মন্ত্রী মোদীজীর 'ভোকাল ফর লোকাল' স্লোগানকে বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান।

এদিন সেবা সমিতির পক্ষ থেকে এলাকার ৫জন কৃষক ও ৫ জন মহিলা হস্তশিল্পীকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্মারক উপহার তুলে দেন মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও উপস্থিত দুই বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও অশোক কীর্ত্তনীয়া।

প্রেমের টানে সংসার ছেড়ে ই-রিক্সা চালকের সঙ্গে একই পরিবারের দুই গৃহবধূ

জয় চক্রবর্তী ঃ রাজমিস্ত্রির পর এবার ই-রিক্সা চালক। প্রেমের টানে দুই টোটো চালকের সঙ্গে চম্পট দিল একই পরিবারের দুই গৃহবধূ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বাগদা থানার আন্দুলপোতা গ্রাম ও সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দুই গৃহবধূকে বাড়িতে ফিরে আসার আবেদন জানালেন বৃদ্ধ শশুর শিবুপদ পাল। থানার দ্বারস্থ হয়েছে গৃহবধূর পরিবার। ই-রিক্সা চালকদের নাম বিশ্বজিৎ মন্ডল এবং শিবু মজুমদার। পাশাপাশি শিবুর সিন্দ্রানি বাজারে একটি চালের দোকানে রয়েছে। তাঁদের বাড়ি নিন্দ্রানী পঞ্চায়েত এলাকায়।আন্দুলপোতার পাল বাড়ির মেজ ও ছোট বউএর নাম মিঠু পাল ও পবিত্রা পাল। গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, বড় ছেলে পরিবার নিয়ে বাইরে থাকে। মেজ ছেলে ও ছোট ছেলে পুনেতে এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ করে। মেজ ও ছোট ছেলের বউ ও নাতিদের নিয়ে সংসার বৃদ্ধ শিবপদ পালের। ছোট বউ এর একটি ৫ বছরের ছেলে সন্তান রয়েছে। পাশাপাশি টোটো চালক বিশ্বজিৎ মন্ডল ও শিবু মজুমদারের একটি করে কন্যা সন্তান রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চালকদের নাম বিশ্বজিৎ মন্ডল এবং শিবু মজুমদার। সিন্দ্রানি ই-রিক্সা স্ট্যান্ড থেকে তারা প্যাসেঞ্জার নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করতেন। পাশাপাশি শিবু মজুমদারের সিন্দ্রানি বাজারে একটি চালের দোকানে রয়েছে। তাদের বাড়ি সিন্দ্রানি এলাকায়। কয়েক বছর আগে ই-রিকশায় যাতায়াত করার সময় পাল বাড়ির মেজ ও ছোট বউ মিঠু পাল ও পবিত্রা পালের সঙ্গে পরিচয় হয় তাদের। তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে গভীর প্রেম তৈরি হলেও পরিবারের লোকেরা তাঁর আচ করতে পারেনি। শনিবার বিকেলে ননদের বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরিয়েছিল দুজন। ছোট বউ ছেলেকে নিয়ে যায়। আর ফিরে আসেনি।

প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে বাজারে বাজারে কাপড়ের ব্যাগ বিলি

প্রথমপাতার পর...

কোনো ব্যবসায়ী যদি পৌরসভার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে ৫০ টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। এই বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, বনগাঁ শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা আজ পথে নেমেছি। শহরবাসীকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন প্লাস্টিকের ব্যবহারের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করেন। পৌরসভার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বাজার কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে বনগাঁ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রবিন দত্ত বলেন, আগে থেকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ ছিল। লকডাউন এর সময় থেকে পৌরসভা বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী দিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার পুনরায় শুরু করে, তারপর থেকেই পৌরসভার দেখাদেখি ব্যবসায়ীরা পুনরায় প্লাস্টিক ব্যবহার শুরু করে। এখন পৌরসভা প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর ফের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, আমরা এই বিষয়ে পৌরসভাকে সবরকম সহযোগিতা করব।

দেশের দরবারে দশের মধ্যে বেহাগ ওভারসিস

সায়ন ঘোষ : গোটা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম একটি বানিজ্য হল আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্য। আর আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে কাস্টমস হাউজ এজেন্ট (CHA)। এক কথায় আমদানি এবং রপ্তানি পন্যগুলি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানোর জন্য কাস্টমসের প্রতিনিধি হিসেবে যে কাজ করে তাদেরই মূলত কাস্টমস হাউজ এজেন্ট (CHA) বা কাস্টমস হাউজ ক্লিয়ারিং এজেন্ট বলা হয়ে থাকে।

এবার ভারতবর্ষের মধ্যে কাস্টমস হাউজ এজেন্ট (CHA) এর নতুন দিশা দেখাচ্ছে বেহাগ ওভারসিস (BEHAG OVERSEAS)। গোটা ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ কাস্টমস হাউজ এজেন্ট (CHA) সংস্থার মধ্যে ১০ জন্যের মধ্যে আছে বেহাগ ওভারসিস। কোলকাতা সহ এশিয়ার বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোল সহ একাধিক জায়গায় শাখা আছে তাদের। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যে নিজেদের শাখা প্রতিষ্ঠান করেছেন তাঁরা। আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের মিথ্যা আশা দিয়ে বিভ্রান্ত না করে, স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত পরিষেবা দেওয়াটাই হল তাদের প্রধান কাজ।

সংস্থার কর্ণধার দেবাশিস মিত্রের হাত ধরে কোলকাতার বুকে আমদানি ও রপ্তানি লজিস্টিক শিল্পে প্রায় ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে বেহাগ ওভারসিস। এই সংস্থা ট্রাক, বার্জ, প্লেন সহ রেলের মাধ্যমেও দ্রুত পরিষেবা প্রদান করে। বর্তমানে L&T, BHEL, Mahindra & Mahindra, Cocacola সহ একাধিক নামীদামী সংস্থার সাথে কাজ করে চলেছে বেহাগ ওভারসিস। সংস্থার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার কারণে ISO ৯০০১: ২০১৫ সার্টিফিকেশনও অর্জন করেছে তাঁরা। ভবিষ্যতে, বেহাগ ওভারসিস নেপালের মতো নতুন ভৌগোলিক অঞ্চলে একটি শক্তিশালী পদচিহ্ন তৈরি করে আরো শাখা খোলার ব্যাপারে আশাবাদী।

সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার কর্ণধার দেবাশিস মিত্র বলেন, "আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের মিথ্যা আশা দিয়ে বিভ্রান্ত না করে, স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত পরিষেবা দেওয়াটাই হল আমাদের প্রধান কাজ। আমরা গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি আমাদের অবিভক্ত মনোযোগ নিবেদন করি। আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহের সাত দিন পরিষেবা দেওয়ার জন্য এবং যে কোনও অনুসন্ধানের সাথে আমরা তাদের খুশি রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করি।"

বর্ণমালার আর্ট এণ্ড ক্রাফ্টের কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ তিনদিন ব্যাপী এক আর্ট এণ্ড ক্রাফ্ট ও পাপেট বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে ঠাকুরনগরের বর্ণমালা আর্ট এণ্ড কালচারাল অ্যাকাডেমিক সদস্যরা।

গত ১২ মে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ৫০জন ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। প্রশিক্ষনার্থীগণ পাপেট এবং কোলাজ সহ নানা শিল্প কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষক ছিলেন তন্ময় রায় ও ইস্মিতা মল্লিক। সংস্থার কর্ণধার শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ জানান, আগামী জুন মাসে পরবর্তী পর্যায়ের এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

পার্কিংয়ে ট্রাক আসার আগেই তৈরি হচ্ছে পার্কিং স্লিপ

প্রথমপাতার পর...

অর্থের বিনিময়ে পচনশীল বস্তুর নাম করে বিভিন্ন পণ্য পার্কিং থেকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পৌরসভার কর্মীরা রাস্তায় অকারণে ট্রাক দাঁড় করিয়ে হয়রানি করছে। সেগুলি বন্ধের দাবিতে আজকে এই স্মারকলিপি।

বনগাঁ গুডস ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শংকর আঢ্য বলেন, "বনগাঁর পরিবহন ব্যবসায়ীদের স্বার্থে দৈনিক পার্কিংয়ে কত ট্রাক আসছে এবং কত ট্রাক ছাড়া হবে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে। পচনশীল পণ্য গুলির তালিকা প্রকাশ করা সহ একাধিক দাবিতে আমরা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিলাম।

অভিযোগের বিষয়ে বনগাঁ মহাকুমা পরিবহন আধিকারিক দেবাশীষ রায় বলেন, "প্রতিদিন কত ট্রাক পার্কিংয়ে এল এবং কত ট্রাক পার্কিং থেকে ছাড়া হল তার তালিকা প্রকাশ করা হয়। উনাদের অভিযোগের বিষয়ে আমরা খতিয়ে দেখব।"

M. 8250131562 9333055067
সরকার অনুমোদিত
গৌতমের দি স্পন্দন
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্মেনীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয়
এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

গাইঘাটা ফুটবল লীগের উদ্বোধনী ম্যাচে জয়ী চাঁদপাড়া মিলন চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ অতিমারী করোনা পরিস্থিতিতে বিগত দুবৎসর বন্ধ থাকার পর এবারে ফের শুরু হল গাইঘাটা ফুটবল লীগ। গত ১৭মে চাঁদপাড়া মিলন সংঘ ময়দানে গাইঘাটা ব্লক জোনাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরি সভাপতি কপিল ঘোষ কর্তৃক সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, খেলোয়াড় পরিচিতি, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ও বনগ্রাম মহকুমা রেফারি এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি যথাক্রমে উদয় হালদার ও বনগাঁর অনাথবন্ধু ঘোষ কর্তৃক কিক্ অফের মধ্যদিয়ে উদ্বোধনী ম্যাচের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও ক্রীড়া প্রেমী নির্মল কান্তি বিশ্বাস, স্মরজিৎ চক্রবর্তী, গোবিন্দ পাল, খেলোয়াড় অর্জুন মল্লিক, বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ। এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মনিমোহন দাস ও অন্যতম সংগঠক সমীরণ সানা উপস্থিত বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। রাখাল বণিক, অলোক রায় প্রমুখ সদস্যগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে

চাঁদপাড়া মিলন চক্র ক্লাব সিংজল বান্ধব সম্মিলনীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। প্রথম অর্ধে খেলা গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয় অর্ধে মিলন চক্র ক্লাব ২-০ গোলে বান্ধব সম্মিলনী টিমকে পরাস্ত করে জয়ী হয়। মাঠে উপস্থিত বেশ কিছু দর্শক এদিনের ফুটবল খেলা বেশ উপভোগ করেন।

ধানের গাদায় আগুন, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

প্রতিনিধি ঃ রাতের অন্ধকারে ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার হরিহরপুর গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জমির মালিক রবিউল মন্ডলের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তার প্রায় ৮ বিঘা জমির ধান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক টাকার ধান পুড়ে গিয়েছে।

যোগাসন প্রতিযোগিতায় মহকুমার সেরা অংকিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বনগাঁ মহকুমা এলাকা একের পর এক প্রযিগোতিয় সাফল্য লাভ করে চলেছে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা অমিয় বালার একমাত্র কন্যা ছোট্ট অংকিতা। চলতি মাসের শুরুতেই বনগাঁর শক্তিগড়ের গুরুচাঁদ সেবা আশ্রম আয়োজিত মহকুমা যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার লাভ করে অংকিতা। এরপর গত ২০ মে বনগ্রাম মহকুমা শাসকের করণ আয়োজিত যোগাসন প্রতিযোগিতায় ১২-১৪ বৎসর বয়সী গ্রুপে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ছোট্ট অংকিতা প্রথম স্থান অর্জন করে নিজের ও গাইঘাটা ব্লকের নাম উজ্জ্বল করে।

অন্যদিকে গত ১৪ মে বনগাঁ টাউন হলে বনগ্রাম পৌরসভা আয়োজিত উন্নয়নের ১১ বৎসর উপলক্ষ্যে যোগ ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় ১০-১৫ বৎসর বয়সী গ্রুপে বনগাঁ যৌগতীর্থ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীনি হিসাবে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ছোট্ট অংকিতা।

সবশেষে গত ২২ মে নৈহাটির গরিফায় ৪৯তম উত্তর ২৪ পরগণা যোগাতন স্পোর্টস কম্পিটিশান-২০২২ এ অংশ নিয়ে ৪র্থ স্থান অর্জন করে। অংকিতার মা শীলা বালা জানান, জেলা প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে অংকিতা আসন্ন রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য মনোনীত হয়েছে।

বাণীপুর সুন্দরম এর কবি প্রণাম

সমর বিশ্বাস ঃ গত ২২ মে কবিগুরুর ৬২তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবি প্রণামের আয়োজন করে বাণীপুর সুন্দরম ড্যান্স ইনস্টিটিউশনের শিক্ষার্থীগণ। স্থানীয় জনতা হলে সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীগণ সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং কথায়-কবিতায় কবিকে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান। কবি প্রণামের অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবির প্রকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সকলে। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্য প্রশিক্ষক সুজিত কর্মকার উপস্থিত বিশিষ্টজন সহ অভিভাবক ও সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। নৃত্য

গুরু সুজিতবাবুর নির্দেশনায় উপস্থিত ছোট-বড় সকল নৃত্য শিল্পীগনের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত রবীন্দ্র অনুরাগি দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসালাভ করে।

২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিল প্রশাসন

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে গাছের ডাল পড়ে দুই ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল যশোর রোডে। ওই মৃত দুই পরিবারের পাশে দাঁড়ালো রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার পরিবারগুলি হাতে দু লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। চেক তুলে দেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নাজিম আলী মুক্তি। ১৫ মে দুপুরে গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন যশোর রোডের পাশে একটি মাংসের দোকানে গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যু হয় দোকানদার রতন মন্ডল ও ক্রেতা স্নেহাংশু বিশ্বাসের। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওই দুই পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল প্রশাসনিক কর্তারা। দুর্ঘটনার নয় দিনের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের চেক হাতে পেলেন দুই পরিবার।

মেয়াদ উত্তীর্ণ জল বিক্রির অভিযোগে দোকান সিল করল প্রশাসন

প্রথমপাতার পর...

উদ্ধার হয়। এরপরই মেয়াদ উত্তীর্ণ জল বিক্রি করার অভিযোগে হাসপাতালের ভেতরের ন্যায্যমূল্যের জলের দোকান সিল করে দেয় পুলিশ। দোকানের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের দোকান সহ বেশকিছু দোকান রয়েছে। রোগীর পরিজনেরা সেই সমস্ত দোকান থেকে জল কিনে রোগীকে দেয় এবং নিজেরা খান। অভিযোগ সেই সমস্ত দোকানগুলিতে রমরমিয়ে চলে বেআইনি জলের কারবার। মেয়াদ উত্তীর্ণ জলের বোতলের গায়ে নতুন করে লেবেল লাগিয়ে জল বিক্রি হয়।

গাইঘাটা থেকে আসা এক রোগীর আত্মীয় বাবন বোস বলেন, আমার স্ত্রী প্রসূতি বিভাগে ভর্তি। জল কিনে এনে দেখি ডেট উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার বদলে আমাকে যে বোতলটি দেয়, তার গায়ে হাতে লেখা দাম ও তারিখ লেখা রয়েছে। লেবেলটি তুলে ফেলতেই বোতলের পুরনো দিন ও তারিখ বেরিয়ে পড়ে। এরপর বনগাঁ পৌরসভায় গিয়ে তিনি অভিযোগ জানাতেই দ্রুত পৌর প্রধান সহ পৌর কর্মীরা ছুটে আসেন হাসপাতালে। তাঁরা দোকানে এসে একের পর এক পেটি খুলে বোতল বার করে দেখেন, বেশিরভাগ বোতলের ওপরে নতুন করে লেভেল সাঁটানো রয়েছে।

বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি এক রোগীর আত্মীয় মেয়াদ উত্তীর্ণ জল বিক্রি করার অভিযোগ জানায় আমাদের কাছে। আমরা এসে দেখি জলের বোতলের গায়ে
হাতে লেখা ডেট দেওয়া রয়েছে। বেশির ভাগ জলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার উপরে নতুন করে লেভেল সাঁটানো হয়েছে। আমরা এই দোকানের লাইসেন্সটি বাতিল করে দিলাম। পাশাপাশি পুলিশকে বলেছি বিষয়টি তদন্ত করে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। এরপর এদিন রাতে হাসপাতাল এলাকার একাধিক দোকানে তল্লাশি চালায় পৌর প্রতিনিধিরা।

চন্দনকে সিবিআই হেফাজতে জেরা করার দাবি

প্রথমপাতার পর...

দিয়েছেন অনেককেই। চাকরি দিতে না পারলে টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। তবে ইদানিং যারা টাকা দিয়েছিলেন, তারা এখনো টাকা ফেরত পাননি বলে জানা গিয়েছে। চন্দনের বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে বনগাঁয়। বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন, "চন্দন টাকা নিয়ে বহু মানুষকে চাকরি দিয়েছেন। গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের স্থানীয় প্রার্থীর হয়ে অনেক টাকা খরচ করেছেন। চন্দনের বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল শেঠ জানিয়েছেন, "চন্দন সম্পর্কে তাদের কোনো বিশেষ ধারণা নেই। তৃণমূলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।" গোপাল বাবুর দাবি, "গত লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে চন্দন অর্থ খরচ করেছে। সিবিআইয়ের উচিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা।" চন্দনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চারিদিকে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বনগাঁ বাগদার মানুষেরা জানালেন তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই তার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ফুলে-ফেঁপে ওঠেন। পেশায় তিনি একজন পার্শ্ব শিক্ষক হলেও স্কুলে চাকরি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। সকলেই চাইছেন এই শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় চন্দনকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করুক সিবিআই।

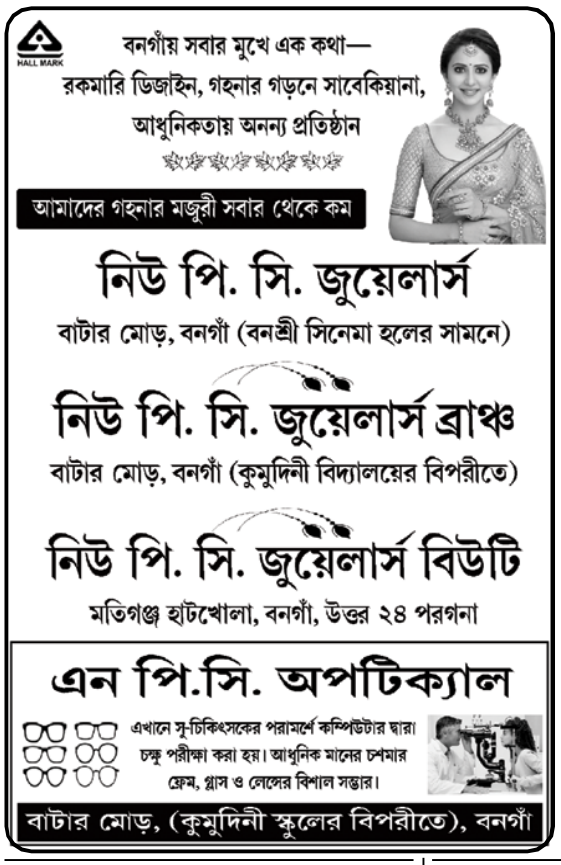

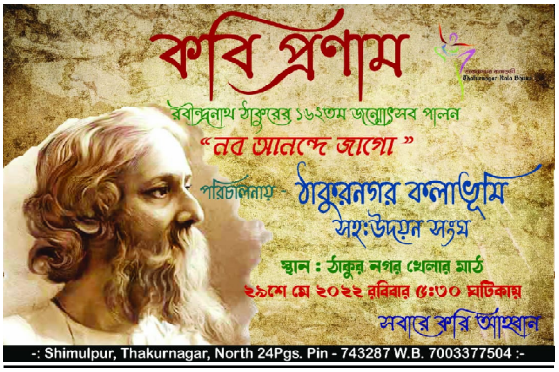

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তুদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।
পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at **KUMAR PRESS** at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**